R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টাইলস, কাঁচ,
প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও
SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে মাঘ, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

পরব সামলাতে সঠিকভাবে টেণ্ডার না করেই ১০ লক্ষ টাকার কাজ তিন ঠিকাদারকে দিয়ে দিলেন পুরপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার পুরপতি সওদাগর আলির বেপরোয়া দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচার একাধিকবার খবর হলেও তার অসাধুতা বন্ধ হয়নি বরং বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি পুরপতি ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এন্তাজ আলি জোটবদ্ধ হয়ে পুরসভার প্রায় ১০ লক্ষ টাকার কাজ সঠিকভাবে টেন্ডার না করে নামমাত্র লেসে তিন ভাগ্যবানকে দিয়ে দিলেন। এতে পুরসভার কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হল বলে জানা যায়। নিয়মমত টেন্ডার করলে লেসের টাকায় পুরসভার আরো কিছু কাজ হত বলে অন্যান্য ঠিকাদারদের অভিমত। এর আগে বেশ কয়েকটি টেন্ডারে ৩৫% থেকে ৬১% লেসে ঠিকাদাররা কাজ করেন। অত্যধিক লেসে কাজ নেয়ার জন্য ঠিকাদাররা পুরপতি বা তাঁর সাকরেদদের খুশি করতে না পারার জন্যই নাকি পুরপতি এই ব্যবস্থা নিলেন। আরো জানা যায়, পুরপতি ঈদের কেনাকাটার জন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে নাকি ৭% কমিশন চেয়েছিলেন। কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেন, গত ২২ জানুয়ারী তাঁরা বেশ কিছু টেন্ডারপত্র বাক্সে ফেললেও নির্দিষ্ট দিনে টেন্ডার বাক্স খোলা হয়নি। পুর কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে ঠিকাদারদের কিছু ভুয়া বিলও নাকি পাশ করে দেয়া হয়। এই নিয়ে কানাঘুষা চললে ভাইস চেয়ারম্যানের ডান হাত বলে খ্যাত বাবলু মন্ডল তার দলবল নিয়ে কয়েকজন ঠিকাদারের উপর চড়াও হন। শেষে ঠিকাদাররা জোটবদ্ধ হয়ে অবস্থা সামাল দেন। উল্লেখ্য, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিষেবা নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত জঙ্গিপুর কলেজে কলা বিভাগে আদ্দিকালের সেই পলিটিক্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি আর বাংলায় অনার্স চালু হবার পর বিগত ৩২ বছরের মধ্যে এখানে অন্য কোন বিষয়ে অনার্স চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফিলোজফি ও ইংরাজীতে অনার্স চালুর কথা হলেও বা ছাত্রদের দাবী থাকলেও তা বাস্তবে রূপ নেয়নি। বর্তমানে খবর, হিস্ট্রির দায়িত্বে থাকা চারজন অধ্যাপকের মধ্যে শরদিন্দু গুপ্ত ও অজিত মুখার্জী প্রায় দু' বছর আগে অবসর নিয়েছেন। বাকী দু' জন অধ্যাপক সুস্নাত দাস ও নূপুর ভট্টাচার্য্য দেড় বছর আগে এখান থেকে চলে যাওয়ায় তখন থেকেই পুরো বিভাগ ফাঁকা। কলেজ সার্ভিস কমিশনকে এ ব্যাপারে বার বার জানিয়েও কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু করতে পারেনি বলে খবর। বর্তমানে দু' জন আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করে কোন রকমে জেনারেল ও অনার্স চালু রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পলিটিক্যাল সায়েন্সেরও প্রায় একই দশা। গত দেড় বছর আগে অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ দাস অবসর নিয়েছেন। কাশীনাথ ভকতও গত জানুয়ারীতে অবসর নিলেন। এখন বাকী দু' জনের মধ্যে সিনিয়রিটির দিক দিয়ে প্রথম বিমলেন্দু দে এবং ডঃ ইন্দ্রাণী সেন। অধ্যাপক বিমলেন্দু দে সম্বন্ধে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী-অভিভাবক প্রত্যেকের অভিযোগ তিনি মাসের মধ্যে এক সপ্তাহও কলেজ করেন না। ক্ষমতাসীন দলের পায়া ধরে তিনি নিজেকে একটা কেউকেটা সাবুদ করেছেন কলেজ (শেষ পৃষ্ঠায়)

বি এস এফের গুলিতে আহত ছাত্র সিদ্ধার্থ মারা গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের নিমতিতা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র সিদ্ধার্থ সিংহ দীর্ঘ প্রায় এক মাস মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শেষে গত ৯ ফেব্রুয়ারী ভোর রাতে পরাস্ত হলেন কোলকাতা এস, এস, কে, এম হাসপাতালে। ৯ ফেব্রুয়ারী দুপুরে সিদ্ধার্থের মরদেহ তাঁর জগতাই বাড়ীতে নিয়ে এলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। অরঙ্গাবাদ মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানীর কর্মী গৌর সিংহের ছেলে সিদ্ধার্থ। পারিবারিক প্রথা মতো গঙ্গার চরে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে সিদ্ধার্থের মরদেহ সমাধি দেয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারী '০৩ নিমতিতা বি এস এফ ক্যাম্পের হেড কনষ্টেবল জনৈক উমিদ সিং এক স্কুল ছাত্রকে মারধোর করে। এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে উমিদ সিং এর ছোড়া গুলি সিদ্ধার্থের গলা ভেদ করে চলে যায়। সে সময় থেকেই সিদ্ধার্থ চিকিৎসাধীন ছিলেন।

কয়েক ঘণ্টার মাথায় লরি চাপা পড়ে তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ ফেব্রুয়ারী রাত ৮-৩০ নাগাদ মিঞাপুর রেল গেটের কাছে স্থানীয় সব্জী ব্যবসায়ী সমীর সাহা (২০) ট্রাকের চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে খবর। ট্রাকটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরদিন ৯ ফেব্রুয়ারী সকালে উমরপুর ও জরুর গ্রামের মাঝে মুরারই রাস্তায় অন্য এক পথ (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে মাঘ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ মৃত্যু মহাকাশে ॥

জীবন ও জগতে নিত্যদিন চলিতেছে কত শত ঘটনা ও দুর্ঘটনা। চলিষ্ণুতা জীবনের ধর্ম্ম, ধর্ম জগতেরও। প্রতি নিয়তই চলিয়াছে অভিযাত্রা। জীবনের বেগ এবং উল্লাস; স্বপ্ন এবং সাধ; সাধনা এবং সাহসিকতা মানুষকে নীড়ের বন্ধন ফেলিয়া সুদূরের পিয়াসী করিয়া তুলিয়াছে। তাই তো মানুষ তাহার যাত্রা গ্রহে গ্রহান্তরে করিয়া চলিয়াছে নিত্য নিয়ত। মহা বিশ্বে, মহাকাশে মানুষ ভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে বিস্ময়ে, পরম বিস্ময়ে। অণু-পরমাণুর অদৃশ্য গতির পরম আশ্চর্য ছন্দ, ভাঙা-গড়ার অন্তহীন লীলাখেলা যাহা চলিয়াছে তাহাকে প্রত্যক্ষ করার আকুল আগ্রহে এবং আকর্ষণে মানুষ হইয়াছে অনন্তের অভিযাত্রী। মহাকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ মানুষ আকাশের নীল যবনিকা উদ্‌ঘাটনের জন্য বারে বারে ছুটিয়া চলিয়াছে অনন্ত লোকের পথে পথে। পৃথিবীর বায়ু মন্ডল হইতে সাড়ে পাঁচশত মাইল পর্যন্ত উচ্চ স্থানটিকে আকাশ বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। এই সীমারেখা অতিক্রম করিয়া যাইলে যেখানে আসিয়া উপনীত হওয়া যায় তাহার নাম মহাকাশ। সেখানে নাই কোন ধূলা বালি, নাই বাতাস —তাহা এক অনন্ত প্রসারী নিঃসীম শূন্যতা। মহাকাশ চর্চা বহু বহু কাল পূর্ব হইতে চলিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে এই চর্চা ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় সীমাবদ্ধ। তারপর বহুকাল পরে শুরু হয় মহাকাশ গবেষণা। ১৯৮৪ সালে দুই জন রুশ মহাকাশ যাত্রীর সঙ্গে ভারতের রাকেশ শর্মা মহাকাশ ঘুরিয়া আসেন। মহাকাশ বিজ্ঞানের পথে এমনি ভাবে চলিতে থাকে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের পাড়ি।

সাম্প্রতিক কালের এই রকম একটি ঘটনা এবং দুর্ঘটনা হইতেছে মহাকাশযান কলম্বিয়ার যাত্রা এবং মহাযাত্রা, নিষ্ক্রমণ, প্রত্যাবর্ত্তন এবং মহাপ্রস্থান। এই মহাকাশ অভিযানে যে সাতজন অভিযাত্রী ছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন ভারত দুহিতা কল্পনা চাওলা। ভারতের মাটিতে তাহার জন্ম। তিনি ছিলেন এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্নাতক। বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ছিলেন তিনি। ভারতে জন্ম হইলেও তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতে ছিল তাহার মহাকাশে উড়িবার স্বপ্ন এবং সাধ। সযত্ন লালিত সেই স্বপ্ন-সাধ-সাধনা আনিয়া দিয়াছিল তাহার মহাকাশযান কলম্বিয়ার সওয়ার হইবার দুর্লভ সুযোগ। তাহার মধ্যে শুধু দক্ষতাই ছিল না, ছিল মানসিক অবিচলতা। আমেরিকার টেক্সাসের মাটি ছাড়িয়া ভারতের কারনাল গ্রামের এই কন্যা ১৬ দিন পূর্বে মহাকাশ অভিযানে গিয়া তাহার সফর শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল—পৃথিবীর মাটিতে তাহার এবং সহযাত্রীদের আর সফল পাদস্পর্শ সম্ভব হইল না। আনুমানিক দুই লক্ষ সত্তর হাজার ফুট উপরে এই স্বপ্নদর্শিনী কল্পনা চাওলার স্বপ্নের সৌধ তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িল। এই দুর্ঘটনা অন্যান্য আরো ছয়জনের মত তাহার জীবনেরও যবনিকা টানিয়া দিয়া গেল। মাটিতে নয়, মহাকাশেই ঘটিয়া গেল এই মহামৃত্যু। একটি গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা দুর্ঘটনার ট্রাজেডীতে পরিণতি লাভ করিল।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শহরে যানজট প্রসঙ্গে

সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ শহরে বেশ কিছুদিন ধরে যানজটের সমস্যা দেখা দিয়েছে। শহরের মধ্যে, প্রধান সড়কে চলতে চলতে বিভিন্ন মোড়ে বিশেষ করে দরবেশপাড়ায় কামারপাড়া মোড়ের কাছে অথবা পন্ডিত প্রেসের মোড়ে দিনের বেলায় (১০টা থেকে ১২টার মধ্যে) এক সাথে ট্রাক, প্রাইভেট কার, রিক্সা ভ্যান রাস্তা জুড়ে চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে আছে দেখা যায়। দ্রুত প্রয়োজন থাকলে আর যাওয়া যায় না। তাছাড়া রাস্তা দখল করে শহরের বিভিন্ন জায়গাতেই চলছে বালি ও ষ্টোন চিপসের ব্যবসা। রাস্তার অংশ দখল করে বাড়ী ঘরও নির্মাণ বন্ধ হয়নি। শহরবাসী ও পথচারীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে জঙ্গিপুর পৌর কর্তৃপক্ষের উচিত এ ব্যাপারে উপযুক্ত কোন নিয়মনীতি নির্দ্ধারণ করা। শহরে প্রাইভেট কারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গাড়ী পার্কিং ফিও চালু করা উচিত। অন্যথায় আগামী দিনে শহরে তীব্র যানজটের সমস্যা দেখা দেবে, তার সঙ্গে পথচারীদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে।

কাশীনাথ ভকত
রঘুনাথগঞ্জ

৬/২/২০০৩

নেতাজী সুভাষ ও ভারত সরকার

—অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্রকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার এই রঘুনাথগঞ্জে। আমি তখন নীচু ক্লাসে পড়ি। সেদিন রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরবাসীরা শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রদীপ-চন্দনে ও বিজয় মাল্যে তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল। মনে পড়ে যায় মানুষের হৃদয়ের বিপুল আনন্দ তরঙ্গ। চলমান বিজয় রথের উপর দাঁড়িয়ে নেতাজী জোড় হাতে দু' পাশের অপেক্ষমান জনতাকে নমস্কার জানাচ্ছিলেন। বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মেয়ের দল তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল, মালা ছুঁড়ে দিচ্ছিল। ঐ দিন বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে কারমাইকেল রোডের নীচে গঙ্গার ধারে এক বিরাট সভা হয়। সেই সভায় সুভাষচন্দ্রের প্রাণ মাতানো বক্তৃতা সমবেত জনতার হৃদয়ে আপোষহীন বিপ্লবের আলোড়ন তুলেছিল। মুগ্ধ জনতা ঘন ঘন করতালিসহ সুভাষের জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছিল।

এই প্রসঙ্গে সকলের অজানা এক তথ্য এখানে পেশ করছি। এখানে সুভাষের প্রথম পদার্পণ করার বহু আগে থেকেই 'জঙ্গিপুর সংবাদের' প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুর সুভাষকে স্নেহ করতেন। শুধু তাই নয়, কলকাতায় এলগিন রোডের নেতাজীর পরিবার দাদাঠাকুরের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র, ক্ষুরধার বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও হাস্যরসে মুগ্ধ হন। দাদাঠাকুরকে শরৎচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণে একাধিকবার বসু পরিবারের অন্তঃপুরে যেতেও হয়েছে। দাদাঠাকুর সুভাষকে স্নেহভরে "সুবি" বলে ডাকতেন। এই সুভাষ এলগিন রোডে স্বগৃহে বৃটিশের হাতে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় ভারত থেকে বৃটিশ্‌শাসিত রাজ্যের বাইরে অন্য শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যে পালিয়ে যাবার আগে এক গভীর রাতে বৃটিশ-প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে ঝড়ো কাকের মত রঘুনাথগঞ্জে দাদাঠাকুরের পন্ডিত প্রেসে হাজির হয়েছিলেন। সে সময় প্রেসে দাদাঠাকুর ও তাঁর বড় ছেলে (আমার বড় মামা) ৺বিনয়কুমার পন্ডিত দুজনেই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপার কাজে সারারাত ব্যস্ত থাকতেন। সেদিন শীতের রাত। হঠাৎ প্রেসের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ! বড় মামা দরজা খুলতেই লন্ঠনের মৃদু আলোয় অন্তরীণের আসামী সুভাষচন্দ্রকে দেখে হতবাক। সুভাষ বল্লেন, 'দাদাঠাকুর আছেন'? উনি বল্লেন— "হ্যাঁ আছেন।" সুভাষ (৩য় পৃষ্ঠায়)

রঘুনাথগঞ্জের সাংস্কৃতিক দ্যুতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হরিলাল দাস

ভারতী প্রেসের আড্ডাটা আজ আর নেই। প্রেস গেছে নতুন স্থানে-নামে। ভারতী যে বাড়িতে ছিল, সেখানেই তার আগে ছিল কালিকা ফার্মেসি, তাও এখন স্থানান্তরিত। কালিকা ফার্মেসিতেও একটা আড্ডা ছিল—ড. জে. এন. রায়—জিতেন্দ্রনাথ রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতনাথ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রভূষণ গুপ্ত, গোবিন্দপ্রসাদ গুপ্ত, কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দেশ ভাগের পর আগত বিভূতিভূষণ মজুমদার প্রমুখ, যাঁদের নানা চুটকি রঘুনাথগঞ্জের বায়ুতে হালকা অক্সিজেন ছড়াত।

সেই আড্ডারই বৈকালিক সংস্করণ বসত কারমাইকেল রোডে বট্‌ল পামতলায় বেঞ্চিতে। বট্‌লপাম বীথি-শোভা আজ আর নেই। তার সেই আড্ডার ঐতিহ্যও যাঁরা বিলীন হতে দেন নি, তাঁরা পরিবেশ দূষণ অগ্রাহ্য করে পাকা বেঞ্চিতে বসেন। জানি না আড্ডা কেমন জমে। এখন তো সবই কেজো কথা—আড্ডার ভাষা বদলে গেছে।

পশুপতিবাবু ছিলেন নাটক-পাগল, স্থানীয় নাট্যচর্চা ইতিহাসে উল্লেখ্য মানুষ। ড. রায় সুন্দর প্রম্পট করতেন। গোবিন্দবাবুর অভিনয় অল্প দেখেছি, তবে বিদ্যালয়ে আলাপচারিতায় অনেক নাট্যকথা শুনেছি। কালাচাঁদবাবু ছবি আঁকতেন বেশ, তাঁর আঁকা বিপ্লবী যতীন দাসের ছবি ছিল হরিসভায় স্থিত যতীন দাস ছাত্র পাঠাগারে, এখন সেখানে বন্ধু সমিতি। নাট্যমঞ্চ তৈরীর ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ ভকত।

পরিবর্তন হয়ে চলেছে, সনাতন বলে কিছু নেই। ভারতীয় ভাবনায় জগৎ মায়া, তাই সনাতনের সাধনা করতে হয়। মার্কসবাদের সনাতন নেই। তাই উচ্চ ফলনশীল পঃ বঃ মার্কা মার্কসবাদীরা (!) ঠিক করেছেন—সময়ের সার বর্তমান। এখনই নিজেরটা গুছিয়ে নাও—আদর্শবাদ বরবাদ। (চলবে)

নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৪ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সোনাটিকুরী নেতাজী সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে নেতাজী জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। ঐ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় 'নেতাজীর রাজনৈতিক জীবন ও আজকের ভারত' বিষয় নিয়ে তথ্যভিত্তিক বক্তব্য রাখেন মৃণাল ব্যানার্জী। 'নেতাজীর রাষ্ট্রচিন্তা ও আজকের ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর গুরুত্ব'র উপর চিন্তামূলক আলোচনা করেন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত। জনৈক ছাত্র রণময় সরকার নেতাজীর বিভিন্ন বক্তৃতার অংশ বিশেষ পাঠ করে শোনান।

নেতাজী সুভাষ ও ভারত সরকার

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বল্লেন 'ভিতরে চলুন'। ভিতরে প্রবেশ করে সুভাষ দাদাঠাকুরকে বল্লেন—'আমি এমন এক দেশের ভিতর দিয়ে যাব যে দেশের ভাষা জানি না'। দাদাঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তর ও সমস্ত প্রকার বুদ্ধি সুভাষকে দিয়েছিলেন। 'সে দেশে বোবার মত অঙ্গ ভঙ্গী করে চলতে হবে।' আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর ও মূল্যবান আলোচনা দ্রুত শেষ করে দাদাঠাকুরকে প্রণাম করে অন্ধকারে তিনি মিলিয়ে গেলেন। এ কথা ভারত স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে দাদাঠাকুর ও বড় মামার মুখে শুনেছি। সুভাষচন্দ্র জার্মানে পৌঁছে দাদাঠাকুরকে চিঠিতে জানালেন—'আপনার মূল্যবান ওষুধ আমার অনেক উপকার করেছে ও মহা বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছি। আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। (চলবে)

উত্তরবঙ্গে প্রথম সর্বাধুনিক আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রহমানি এ্যাকাডেমী

ধুলিয়ান ঃঃ মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ০৩৪৮৫-২৬৫৬৬১

★ গ্রাম বাংলার সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। গাইডেন্স এডুকেশন এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বিভিন্ন জেলায় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় বদ্ধপরিকর।

★ রহমানিয়া এডুকেশন ট্রাস্টের সঙ্গে যৌথভাবে রহমানি এ্যাকাডেমি এই প্রচেষ্টার প্রথম নিবেদন। কোলকাতার অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী কর্তৃক লেখাপড়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা এ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

* দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী * সক্রিয় পরিচালকমন্ডলী * কম্পিউটার শিক্ষা * প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রথম থেকেই ব্যবস্থা * সার্বিক বিকাশের সুব্যবস্থা * বছরে ৪ বার পরীক্ষা।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে

ভর্তির ফর্মের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

১। গাইডেন্স এডুকেশন এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৯৭, পার্ক স্ট্রীট, কোলকাতা—৭০০০১৭ ফোন ঃ ০৩৩-২২৮০-৫৫০৫/৬৭০৯

২। আলাউদ্দিন বিশ্বাস, বিশ্বাস মেডিক্যাল হল, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ফোন ঃ ০৩৪৮৩-২৬৬৮৮৬

৩। আদর্শ বুক সেন্টার, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড, মুর্শিদাবাদ

৪। লালগোলা বুক ডিপো, আড়তপট্টি, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ফোন ঃ ০৩৪৮৩-২৭৪৫৪৬

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ—২৩শে ফেব্রুয়ারী, ভর্তি পরীক্ষা—২রা মার্চ '০৩

বিশেষ সুখবর

হাত পা ফাটায় যারা বারো মাস কষ্ট পাচ্ছেন তাদের কাছে সুখবর। দু দিন ব্যবহার করলেই এর গুণাগুণ বুঝতে পারবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা—

সেখ হোমিও হল

সম্মতিনগর মাছ বাজারের পিছনে

ফোন ঃ ২৬৯৪০৬

যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্যে বাস রোকো আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর ভায়া মনিগ্রাম—সাগরদীঘি রুটে অনিয়মিতভাবে বাস চলাচল করায় ঐ এলাকার বহু গ্রামের অসুস্থ মানুষ, ছাত্র ছাত্রী নিত্যদিন অসুবিধা ভোগ করছেন। ঐ রাস্তায় স্টেট বাসও বর্তমানে বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে গত ৩ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘি বাস স্ট্যান্ডে এলাকার মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে সকাল থেকে উভয় দিকে যাতায়াতকারী বাসগুলোকে আটকে রাখে। বেশ কয়েক ঘন্টা পর বাস কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে বাস চালানোর প্রতিশ্রুতি দিলে বাসগুলো ছাড়া হয়।

তিন ঠিকাদারকে দিয়ে দিলেন পুরপতি (১ম পৃষ্ঠার পর) অধীররঞ্জন চৌধুরী দুর্নীতির অভিযোগে সওদাগর আলীকে কয়েক মাস আগে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করলে সওদাগর সিপিএমের সমর্থনে চেয়ারম্যান থেকে যান। ধুলিয়ানের মানুষের অভিযোগ, সিপিএমের সমর্থনে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েই সওদাগর পুর এলাকাকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে ঘোড়াগাড়ী উচ্ছেদ ও রাস্তার দু' ধার অবরোধ মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেও সে সব বাস্তবে রূপ নেয়নি। রাস্তা, ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। যেখানে সেখানে ঘোড়ার পায়খানা, জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে জমে থাকে। এ সব কিছু সিপিএম কাউন্সিলাররা অদ্ভুতভাবে হজম করে নিচ্ছেন। শেষ খবরে জানা যায়, সম্প্রতি দুই কাউন্সিলারের দুটি ছেলেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে পুরসভায় নিয়োগ করেন পুরপতি। মাসের শেষে তাঁদের মাইনে দিতে নির্দেশ দিলে এ্যাকাউন্ট সেকসন আপত্তি তোলে। এতে পুরপতি গোসা করে সকলের বেতন আটকে দেন। পরে চাপে পড়ে তাঁর দুই প্রার্থীর বেতন বাদ দিয়েই অন্যান্য কর্মীদের বেতন দেয়া হয়।

কারো কোন মাথা ব্যথা নেই (১ম পৃষ্ঠার পর) কর্তৃপক্ষের কাছে। তাই তার সাতখুন মাফ। ইংরাজীতেও চারজনের জায়গায় প্রায় দু' বছর ধরে দু' জন অধ্যাপক। এর মধ্যে বর্তমানে অধ্যাপক বাসুদেব চক্রবর্ত্তীর এলোপাথারি কামাই কলেজ কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ ছাড়া সংস্কৃতে দু' জন অধ্যাপক অবসর নেবার পর প্রায় তিন বছর পর ঝাড়খন্ডের একজন যোগ দিলেও তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ ছাত্র ছাত্রীদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে খবর। বিজ্ঞান বিভাগে অঙ্কে (অনার্স) চারজন অধ্যাপকের জায়গায় দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে দু' জন দিয়েই ক্লাস চালু আছে। বায়ো সায়েন্সে ভালো ল্যাবরেটরী থাকা সত্বেও অনার্স চালুর কোন উদ্যোগ নেই। দীর্ঘ কয়েক বছর আগে লাইব্রেরীয়ান বিশ্বপতি চ্যাটার্জী অবসর নেবার পর সেখানে আর কোন লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত করা হয়নি। বহু দুষ্প্রাপ্য বই অবহেলায় অযত্নে এখানে সেখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

লরি চাপা পড়ে তিনজনের মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর) দুর্ঘটনায় দু' জনের মৃত্যু হয়। জানা যায়, বাড়ালা গ্রামের সামাউন সেখের ভ্যানে করে ঐ গ্রামের মীনা বিবি ও আর একজন মিঞাপুর থেকে বাজার করে বাড়ী ফিরছিলেন। সে সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোরাম ভর্তি একটি লরি (WB 73-5060) ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা মারলে সামাউন ও মীনা ট্রাকের চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। অন্য যাত্রীটিকে আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ট্রাকের ড্রাইভার ও খালাসি লুকিয়ে পড়ে। পুলিশ ট্রাকটিকে আটক করে।

সুতী-২নং পঞ্চায়েত সমিতির করণ

পোঃ—দফাহাট, জেলা—মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে অত্র পঞ্চায়েত সমিতির অধীন মার্কেট কমপ্লেক্স এর ১০ খানি ঘর ভাড়া দেওয়া হইবে। বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন কাজের দিন পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।

স্বাঃ *মহঃ হোসেন আলি*
সভাপতি
সুতী-২নং পঞ্চায়েত সমিতি

স্বাঃ *বিদ্যুৎকুমার সাধু*
কার্যনির্বাহী আধিকারিক
সুতী-২নং পঞ্চায়েত সমিতি

চারণ কবি গুমানী দেওয়ানের জন্ম দিবস স্মরণে

কবিয়াল মেলা—২০০৩

তাং—১৫ হইতে ১৯ ফেব্রুয়ারী
স্থান ঃ—জিনদিঘী হাইস্কুল মাঠ
তাঁতিবিড়োল, মুর্শিদাবাদ

-ঃ ব্যবস্থাপনায় ঃ-

লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা পরিষদ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সকলের সাদর আমন্ত্রণ

প্রবেশ অবাধ

স্মারক সংখ্যা—৭৯ (৯)/তথ্য/মুর্শিঃ তারিখ ঃ ১১-২-২০০৩

সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের করণ

রতনপুর ★ মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির নিম্নলিখিত কাজের জন্য উপযুক্ত ঠিকাদারের কাছে দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। বিশদ বিবরণের জন্য পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

দরখাস্তের শেষ তারিখ—১৪-২-০৩ বৈকাল ৩টা পর্যন্ত।
দরপত্র বিক্রয়ের তারিখ—১৭-২-০৩ বৈকাল ২টা পর্যন্ত।
দরপত্র জমার তারিখ—১৯-২-০৩ বৈকাল ২টা পর্যন্ত।
দরপত্র খোলার তারিখ—১৯-২-০৩ বৈকাল ৩টা।

কাজের বিবরণ	দরপত্র মূল্য	আমানত অর্থ	দরপত্রের বিক্রয় মূল্য
১। বি, এল, ডি, ও অফিস গৃহ নির্মাণ	৪,৯৩,৫১৩	১০০০০	৫০০
২। সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিশ্রাম ঘর নির্মাণ	৩,৮৭,২৫৪	৮০০০	৪০০

স্বাঃ
কার্যনির্বাহী আধিকারিক
সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি

Memo No. 101/En Date 5. 2. 03

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।